সমকাল

তারিখ ...12 JUL 2015...
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম ...৬...

প্রশ্নপত্র জালিয়াতি কওমি মাদ্রাসাতেও

■ রাজীব আহাম্মদ

এবার মাদ্রাসার পরীক্ষায়ও প্রশ্ন জালিয়াতির ঘটনা ঘটেছে। 'নামিদামি' মাদ্রাসাগুলোই সাজেশনের নামে প্রশ্ন ফাঁস করছে। মাদ্রাসার প্রস্তুতি পরীক্ষা যে প্রশ্নে নেওয়া হচ্ছে, হুবহু একই প্রশ্নে বোর্ডের অধীনে কেন্দ্রীয় পরীক্ষাও নেওয়া হচ্ছে। এই অপরাধে 'ছোট' মাদ্রাসা শাস্তি পেলেও 'বড়দের' ব্যাপারে নীরব কওমি শিক্ষার নিয়ন্ত্রক শিক্ষা বোর্ড বেফাকুল মাদরাসিল আরাবিয়া' (বেফাক)।

অনুসন্ধানে দেখা গেছে, মাদ্রাসাগুলোই এই কর্মকাণ্ডে জড়িত। উদ্দেশ্য ভালো ফল। যাতে পরবর্তী বছরে বেশিসংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তি হয়। যেসব শিক্ষক বেফাকের প্রশ্ন প্রণয়নের দায়িত্বে, তারাই 'সাজেশনের' নামে একই প্রশ্নে পরীক্ষা নিচ্ছেন মাদ্রাসার পরীক্ষাতেও।

সরকারি হিসাবে কওমি মাদ্রাসার সংখ্যা ১৪ হাজার ১৮১। এর মধ্যে প্রায় ৮০ শতাংশের নিয়ন্ত্রক বেফাক। বেফাক প্রশ্ন প্রণয়ন, পরীক্ষা গ্রহণ ও ফল প্রকাশ করে। সদ্যসমাপ্ত বেফাকের তাকমিল হাদিসের (স্নাতকোত্তর মানের) কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় তিরমিজি শরিফ প্রথম খণ্ডের প্রশ্ন জামিয়া মাদানিয়া বারিধারা মাদ্রাসার নিজস্ব পরীক্ষার প্রশ্নের হুবহু ছিল। মোট পাঁচটি প্রশ্নের চারটিই ছিল বারিধারা মাদ্রাসার তাকমিল জামাতের প্রথম ও দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের হুবহু।

মাদ্রাসাটির পরিচালক মাওলানা নূর হোসাইন কাসেমী। তিনি হেফাজতে ইসলামের নায়েবে আমির ও ঢাকা মহানগর আহ্বায়ক। বেফাকেরও সহসভাপতি ও প্রশ্নপত্র পরিশুদ্ধকরণ কমিটির সদস্য। এই মাদ্রাসার মুহাদ্দিস মকবুল হোসাইন বেফাকের প্রশ্নপত্র প্রণয়ন কমিটির সদস্য। অভিযোগ ওঠার পর বেফাক ইতিমধ্যে মকবুল হোসাইনকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছে।

জানা গেছে, গত বছরের ২৪ নভেম্বর অনুষ্ঠিত মাদ্রাসার প্রথম সাময়িক ও ২৩ মে অনুষ্ঠিত বেফাকের কেন্দ্রীয় পরীক্ষার তিরমিজি শরিফের প্রথম খণ্ডের প্রশ্নে হুবহু মিল রয়েছে। একইভাবে ২২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র দ্বিতীয় খণ্ডের হুবহু। বেফাকের তিরমিজি শরিফের প্রশ্ন করেছেন মুহাদ্দিস মকবুল হোসাইন। তিনি বারিধারা মাদ্রাসায় একই বিষয়ের শিক্ষক।

প্রশ্নপত্রে এমন মিলের অপরাধে কুমিল্লার ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৩

প্রশ্নপত্র জালিয়াতি

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

লাকসামের ইকরা মাদ্রাসায় পরীক্ষা হল ও ফল বাতিল করেছে বেফাক। প্রশ্নপত্র প্রণয়ন কমিটির সদস্য মিরপুর আরজাবাদ মাদ্রাসার মুহাদ্দিস মাওলানা আবদুল কুদ্দুস বলেন, তদন্ত কমিটি ইকরার বিরুদ্ধে প্রশ্নপত্র জালিয়াতির সত্যতা পেয়েছে। শাস্তির বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বেফাক মহাসচিব মাওলানা আবদুল জব্বার।

তবে একাধিক সূত্র জানায়, ইকরা ছোট মাদ্রাসা হওয়ায় জলদি শাস্তি পেয়েছে। একই অপরাধ করে পার পেয়ে গেছে বারিধারা মাদ্রাসা। মকবুল হোসাইনকে অব্যাহতি দেওয়ার সত্যতা স্বীকার করেন আবদুল জব্বার। তিনি বলেন, 'একে প্রশ্ন ফাঁস বলা যাবে না। মকবুল হোসাইন প্রশ্নে আভাস দিয়েছিলেন। তাই তাকে আপাতত বাদ দেওয়া হয়েছে।'

তবে মকবুল হোসাইনের দাবি প্রশ্ন ফাঁস নয়, অনিচ্ছাকৃত ভুলে একই প্রশ্নে পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, 'হুবহু প্রশ্নে নয়, পাঁচটি প্রশ্নের চারটিতে মিল রয়েছে। তবে তা ইচ্ছাকৃতভাবে হয়নি। দীর্ঘদিন ধরে প্রশ্ন করছি, তাই কাকতালীয় মিলে গেছে মাত্র।' অব্যাহতি দেওয়ার বিষয়টি জানা নেই বলেও জানান।